ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৫৫৬
আগরতলা, ১১ জানুয়ারি, ২০২৪

বিধানসভা সংবাদ

রাজ্য সরকার সরকারি দপ্তরগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

বেকার সমস্যা সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেরও একটি অন্যতম সমস্যা। রাজ্যের বর্তমান সরকার এই বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত সচেতন। এই কারণেই রাজ্য সরকার সরকারি দপ্তরগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের আনা 'রাজ্যে তীব্র বেকার সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকার অবিলম্বে সমস্ত দপ্তরের শূন্যপদ পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন' শীর্ষক বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় একথা জানান। বিধানসভায় তিনি আরও বলেন, বিগত সাড়ে পাঁচ বছরে প্রচুর সংখ্যক বেকারকে সরকারি চাকুরি দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরেও রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরে নতুন চাকুরি দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। প্রায় প্রতিটি মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য নতুন নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

বিধানসভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জানান, টেট পরীক্ষার মাধ্যমে সারা রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে ২০১৮-১৯ থেকে এখন পর্যন্ত ৬৫৭১ জনকে নিয়মিত শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। স্পেশাল এডুকেটর হিসাবে ৮৮ জনকে নিয়মিত পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়াও, শিক্ষা দপ্তর গ্রুপ-সি (এলডিসি) ও গ্রুপ-ডি নিয়মিত বিভিন্ন পদে আরও ১০০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্য পুলিশে ১১৯ জনকে এসআই ও কনস্টেবল এর নিয়মিত পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের (ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন) নতুন ২টি বাহিনী গঠন করা হয়েছে এবং ১৪১৩ জন টিএসআর জওয়ান নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি বিভিন্ন পদে ২৮৮ জনকে নিয়মিত পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ সময়ে এসপিও পদে ১২৬২ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

বিধানসভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জানান, টিপিএসসি'র মাধ্যমে নিয়মিত লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। ২০১৮-১৯ থেকে এখন পর্যন্ত টিপিএসসি'র মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরে ১২০৮ জনকে নিয়মিত পদে নিয়োগ করা হয়েছে। জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের (জেআরবিটি) মাধ্যমে রাজ্যসরকার বিভিন্ন দপ্তরে গ্রুপ-সি পদে ইতিমধ্যেই ১৯৮০ জনকে নিয়মিত পদে চাকুরি অফার প্রদান করেছে। ২৫০০টি গ্রুপ-ডি নিয়মিত পদে লোক নিয়োগের জন্য বর্তমানে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া চলছে। ন্যাশনাল হেলথ মিশন (এনএইচএম)-এ ডাক্তার ও অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ পদে ২০১৮-১৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১০১৫ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

*****২য় পাতায়

বিধানসভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে গত ৫ বছরে ২২ হাজার যুবক যুবতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যাদের মধ্যে বেশীরভাগই বহির্রাজ্যে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত রয়েছেন। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনায় প্রশিক্ষণের পর ৫,৪১৬ জনের সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হয়েছে। গত ৫ বছরে টিআরএলএম'র মাধ্যমে ৪৭ হাজারের বেশী মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। যার মধ্যে সাড়ে চার লক্ষের বেশী মহিলা যুক্ত রয়েছেন। স্বসহায়ক দলের কর্মসংস্থান ও জীবিকা অর্জনের স্বার্থে ৯৪৮টি অমৃত সরোবরকে তাদের উপার্জনের জন্য দেওয়া হয়েছে। টিআরএলএম থেকে মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দলগুলিকে ২০১৮-১৯ থেকে এখন পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৫৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯ থেকে স্বাবলম্বন স্কিমে ২৬ হাজার ৭৩২ জন এবং পিএমইজিপি স্কিমে ২২ হাজার ৭১৪ জনকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এমএসএমই'র মাধ্যমে ৪,২২৬ জন বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে এখন পর্যন্ত ৭৪টি জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মধ্যে ১,৭৩৪ জন যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান হয়েছে। উল্লেখ্য, এই বেসরকারি প্রস্তাবটির উপর ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক কিশোর বর্মণ সংশোধনী এনে আলোচনা করেন।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী আরও জানান, পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত রাজ্যের বেকারত্বের হার কমে হয়েছে ১.৪ শতাংশ। তিনি আরও বলেন, ২০১৮ সালে মার্চ মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ৭,৪১,৩০৫ জন। অন্যদিকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস পোর্টালে রাজ্যের নথিভুক্ত কর্মপ্রত্যাশী যুবক যুবতীর সংখ্যা হল ২,৭৯,২৫১ জন। বেসরকারি এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন বিরোধী দলনেতা বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা, বিধায়ক জীতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই। আলোচনার পর সংশোধনী সহ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

******